কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

পরীক্ষার খাতা দেখায় নৈরাজ্য

শরীফুল আলম সুমন ▷

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রতিবছর সেই ফল পর্যালোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৪ সালে আট সাধারণ বোর্ডসহ ১০ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিল ৪৩ হাজার শিক্ষার্থী। গত বছর সে সংখ্যা ছিল এক লাখ ২৯ হাজার ৩০১ জন। এ বছর আবেদন করেছিল এক লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ শিক্ষার্থী।

পুনর্নিরীক্ষার আবেদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল রদবদলের হারও বেড়েছে। ২০১৫ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ শিক্ষা বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছিল দুই হাজার ৯১ শিক্ষার্থীর। এর মধ্যে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে ৪০৪ জন, নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪৪১ জন। বাকিদের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। এ বছর ১০ বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছে চার হাজার ১৫২ জনের। এর মধ্যে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে এক হাজার ৮৫২ জন, নতুন করে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮১১ জন। বাকিদের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বলছেন, ভালো পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষকদের অবহেলা ও অদক্ষতায় শিক্ষার্থীরা যথাযথ ফল পাচ্ছে না। অনাকাঙ্ক্ষিত ফল বিপর্যয়ের শিকার হয়ে অনেক শিক্ষার্থী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে, এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু যাঁদের কারণে এই বিপর্যয়, দায়ী সেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। এতে অন্য পরীক্ষকরাও সতর্ক হচ্ছেন না। ফলে প্রতিবছর বাড়ছে ভুলের হার। সম্প্রতি আন্তশিক্ষা বোর্ডের তদন্তেও পরীক্ষকদের ভুলের বিষয়টি উঠে এসেছে।

এসএসসি-এইচএসসি

- খাতা দেখায় বড় ভুল করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকরা, মাসুল গুনছে পরীক্ষার্থীরা
- গাইডলাইন ছাড়াই তৈরি হচ্ছে পরীক্ষকদের ডিজিটাল ডাটাবেইস
- পুনর্নিরীক্ষণ নম্বর যোগ-বিয়োগেই শেষ, নতুন করে খাতা দেখা হয় না

আবার যেসব শিক্ষার্থী ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করছে তারাও শুভংকরের ফাঁকিতে পড়ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা মনে করছেন ফল পুনর্নিরীক্ষণের অর্থ নতুন করে খাতা দেখা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। মূলত উত্তরপত্রের নম্বর যোগ ও বৃত্ত ভরাট ঠিক আছে কি না, তা দেখেই পুনর্নিরীক্ষণ শেষ করা হয়। মূল খাতায় হাতই দেওয়া হয় না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, ফল পুনর্নিরীক্ষণে সাধারণত চারটি দিক খেয়াল করা হয়—সব প্রশ্নের উত্তরে নম্বর সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে কি না, প্রাপ্ত নম্বর গণনা ঠিক হয়েছে কি না, প্রাপ্ত নম্বর ওএমআর (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) শিটে তোলা হয়েছে কি না এবং নম্বর অনুযায়ী ওএমআর শিটের বৃত্ত ভরাট ঠিক আছে কি না। তবে উত্তরপত্র পুনরায় মূল্যায়ন করা হয় না। অর্থাৎ কোনো শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নে নম্বর কম বা বেশি পাবে কি না, তা দেখা হয় না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নম্বর যোগ-বিয়োগের ভুলেই প্রতিবছর একেকটি পাবলিক পরীক্ষায় হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়। এ ক্ষেত্রে পুনরায় খাতা দেখলে আবেদনকারীদের বেশির ভাগেরই ফল পরিবর্তন হতো। পরীক্ষকদেরও আরো কয়েক গুণ ভুল ধরা পড়ত।

বরিশাল বোর্ডের এবারের এসএসসির ফল বিশ্লেষণ করলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের অভিযোগের সত্যতা মেলে। গত ১১ মে এসএসসির ফল প্রকাশিত হয়। তাতে বরিশাল বোর্ডে হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। তাদের মধ্যে সর্বজিৎ ঘোষ হৃদয় নামে এক পরীক্ষার্থী ছিল। ঘোষিত ফল অনুযায়ী, বরিশাল মহানগরের উদয়ন স্কুল থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া হৃদয় চার বিষয়ে জিপিএ ৫ পেলেও হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। বিপর্যয় সামলাতে না পেরে সেদিন দুপুরে আত্মহত্যা করে সে। ঘটনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফল পুনর্মূল্যায়ন করে। তাতে দেখা যায়, ভুল বোর্ডেরই। 'খ' সেটের খাতা মূল্যায়ন

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১